DEC. 03 1999

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ DEC 03 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

পৃথক সরকারী মহিলা মেডিক্যাল

কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

আবুল খায়ের ॥ দেশে আলাদা সরকারী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। গত ৪ঠা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়াছে।

সম্প্রতি শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক কাজী শহীদুল আলম প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একই হাসপাতাল চত্বরে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং হাসপাতালটি ৩৭৫ বেড হইতে ৫০০ বেডে উন্নীত করার আবেদন

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী মহিলা মেডিক্যাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছিলেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুননেছার নামে মেডিক্যাল কলেজটি নামকরণ করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি নামকরণের বিষয়টিতে আপত্তি করেন। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে মহিলা মেডিক্যাল কলেজটির নামকরণ ও হাসপাতালটিকে ৩৭৫ বেড হইতে ৫০০ বেডে উন্নীত করার জন্য নির্দেশ দেন। দেশে আলাদা মহিলাদের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, ক্যাডেট কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কিন্তু আলাদা কোন সরকারী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ নাই। ইহাছাড়াও এদেশের বাহিরে প্রায় দেশেই মহিলাদের জন্য আলাদা মেডিক্যাল কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পুরাতন ভবনে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সম্ভাবনা বেশী। ৭৫ বেডের এই হাসপাতালটিকে ৩৭৫ বেডে উন্নীত করা হইয়াছে। নূতন ভবনে আধুনিক ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর হইতে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পুরাতন ভবনে জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইনষ্টিটিউটের জন্য আলাদা নূতন ভবন প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ পর্যায়। উক্ত পুরাতন ভবন হইতে ইতিমধ্যে নূতন ভবনে হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট স্থানান্তর হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সেখানে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে নূতন করিয়া কোন ভবন নির্মাণ করার প্রয়োজন হইবে না। সরকারীভাবে আলাদা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হইলে এদেশের গরীব পরিবারের মেধাবী ছাত্রীরা মেডিক্যাল শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পাইবে বলিয়া কয়েকজন সিনিয়র অধ্যাপক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ বলিয়াছেন, অবিলম্বে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী